মুজিবনগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিশ্ব পানি দিবস পালন

পানি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো”এই প্রতিপাদ্যে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ স্লোগানে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে বিশ্ব পানি দিবস।

বুধবার সকালে উপজেলার মানিকনগর গ্রামে ওয়েব ফাউন্ডেশন মুজিবনগর শাখা এর আয়োজনে, দিবসটি পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশল অফিসের উপ সহকারী প্রকৌশলী সিহান হোসেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প সমন্বয়কারী (অ্যাক্সিস প্রকল্প) শাহেদ জামাল, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা,ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর মুজিবনগর ইউনিট ম্যানেজার ইনারুল ইসলাম,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সি,ডি,ও-২ আব্দুল মতিন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পৃথিবীব্যাপি সুপেয় পানির সংকট ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।বর্তমানে দেশের প্রায় সকল স্হানে সুপেয় পানির সংকট রয়েছে। উপকূল অঞ্চলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল খরাপ্রবণ অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পানির স্তর নিচে নেমে গেছে, ফলে বছরের সব সময় যথেষ্ট পানি পাওয়া যায় না। পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন দেখা যাচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। এছাড়া পানিতে অদৃশ্য ভাইরাসেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যা থেকে প্রতিদিন ডায়রিয়া, আমাশয়ের শিকার হচ্ছে অসংখ্য শিশু,নারী ও পুরুষ।

এ সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত হওয়া জরুরী। সারা বিশ্বের মানুষকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য জাতিসংঘ ১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্ব পানি দিবস পালন করে আসছে ২০২৩ সালে সারাবিশ্বে পানি সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য “পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করো” প্রতিপাদ্য করে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হচ্ছে।দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, আমাদের দেশের শতকরা ৫৯ ভাগ মানুষ নিরাপদ খাবার পানি পায়। বাকি ৪১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিরাপদ খাবার পানি থেকে

বঞ্চিত। জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সরকারকে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ/তিনগুণ হারে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে, একইসাথে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। জমিতে ক্ষতিকর কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যাবহার বন্ধ করতে হবে। ময়লা পানি ও আবর্জনা দিয়ে নদী নালার পানিকে দূষিত করা চলবে না। শহরে গ্রামে সব জায়গায় ময়লা পানি ও আবর্জনা রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ব্যবহৃত পানি পুণ্যবহারসহ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ যত দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে, সমস্যার চিত্র পরিবর্তন তত ত্বরান্বিত হবে। দেশের সকল শিশু, নারী, পুরুষ নিরাপদ পানি পান করার সুযোগ পাবে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ বছর ১৫টি জেলার কর্মএলাকায় পানির সংকট মোকাবেলা করে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে সব স্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করার জন্য বিশ্ব পানি দিবস ২০২৩ পালন করছে। আশা করা যায়, বিশ্ব পানি দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণকারী ১৮ হাজারেরও অধিক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হবে।

এক্সেস প্রকল্পেটি ওয়াটার- ওআরজি এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নবাগত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সঙ্গে এম

এ এস ইমনের সাক্ষাৎ

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুরের তরুণ রাজনীতিবিদ এম এ এস ইমন।

বুধবার রাষ্ট্রপতি সাহাবদ্দিন চুপ্পুর বাসভবনে তিনি এ সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু মেহেরপুরের রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে এম এ এস ইমনের কাছে জানতে চান এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সুবাদে এম এস ইমন তার সান্নিধ্যে ছিলেন দীর্ঘদিন।

মেহেরপুরে ভুমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের কাগজপত্র ও চাবি হস্তান্তর

মেহেরপুরে চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঘর পেল আরও ১২৩ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

আজ বুধবার স্থানীয়ভাবে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর কাজের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তিন উপজেলা মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনীতে উপকারভোগীদের হাতে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র তুলে দেন জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে আয়োজিত ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী,

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এসময় সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দসহ উপজেলার ৪৭ টি উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর সদরে ৬১ ও মুজিবনগর উপজেলায় ১৫ টি পরিবারের মাঝে একই সময়ে ঘরের চাবি ও কাগজপত্র হস্তান্তর করা হয়। মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ৩৯৯টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ৩৯ হাজার ৩৬৫ টি ঘর প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৭টি জেলা ও ১৫৯টি উপজেলাকে ভুমহীন ও গ্রহহীন মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলাও ভুমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক মুনসুর আলম খান।

গাংনী উপজেলায় এপর্যন্ত ১৯৬টি ভুমিহীন ও গ্রহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর প্রদান করা হলো। পরেও যারা ভমিহীন ও গৃহহীন থাকবে তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হবে বলেও ঘোষনা দেয়া হয়েছে। ঘরের কাগজপত্র ও চাবি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন উপকার ভোগি অংসংখ্য পরিবার। সেই সাথে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের প্রসংশা করেন তারা।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষন করে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মধ্যে দিয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির এর সভাপতিত্বে ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আমানুল্লাহ, জেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি সাদিকুর রহমান, শিক্ষক সাব্বির হোসেন,হুমায়ুন কবির প্রমুখ

মেহেরপুরে সমবায় অফিসে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা ও বিদায় সংবর্ধণা

মেহেরপুর জেলা সমবায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা, মাসিক সমন্বয় সভা ও প্রকল্প সভা ও সদর উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ভুলেন্দ্রনাথ মৈত্রের অবসরজনিত বিদায় বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জেলা সমবায় কার্যালযয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং বিকেলে বিদায় সংবর্ধণা দেওয়া হয়েছে।

জেলা সময় কর্মকর্তা জনাব প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় দপ্তরের উপ সহকারী নিবন্ধক মো. এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, জেলা সমবায় দপ্তরের পরিদর্শক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান, সদর উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান, অফিস সহায়ক মোছা: তানজু খাতুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমবায় দপ্তরের সহকারী প্রশিক্ষক

রোকনুজ্জামান তুষার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেহেরপুরের কৃতি ফুটবলার আমিরুলের মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন মেহেরপুর শহরের কাসারীপাড়ার আমিরুল ইসলাম (৫৩)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টার সময় কেপাটাউনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমিরুল ইসলাম সংসারের উন্নতির আশায় ২০১০ সালে দেশ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি কাসারীপাড়ার আওলাদ হোসেনের ছেলে। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে মেহেরপুরের কাসারীপাড়ায় বসবাস করেন।

আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের কৃতি ফুটবলার ছিলেন। সাঁতার ও অ্যাথলেটিক্সেও তার ভালো অবস্থান ছিলো।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আমিরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার লাশ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিয়কালে নবাগত ইউএনও

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া সোনার বাংলা গড়তে হলে সাংবাদিকদের আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে। সরকারের উন্নয়নকে আরও বেশি তুলে ধরতে হবে। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে সমাজের অনিয়মন

দুর্নীতি, উন্নয়নসহ বিভিন্ন কিছু মানুষ যেমন জানতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে সরকারের উন্নয়নের কথাও জানতে পারে। সাংবাদিকদের দেয়া তথ্য সঠিক হওয়ায় সেখানে তড়িত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ নিরসন হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তিরিত হচ্ছে এটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে উপজেলা প্রশাসন সর্বদা কাজ করবে।

সরকারের সমস্ত কাজের অংশিদার স্থানীয় ও মফস্বল সাংবাদিকরাও। সরকারের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনারা পাশে থাকবেন এমন প্রত্যাশা করেন। সাংবাদিকরা পাশে থাকলে সোনার বাংলায় সোনার গাংনী উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। গাংনী উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন উপজেলা প্রশাসন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু গত সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। যোগদান শেষে দ্বিতীয় দিনে তিনি গাংনীর উন্নয়ন ও পরিবর্তন নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম। সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন মতামতের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার ইটভাটায় সৃষ্ট দুর্ভোগ নিয়ে বিষদ ভাবে আলোচনা করা হয়। এসময় সাংবাদিকার বলেন, গাংনী উপজেলার ইটভাটা মালিকরা অপ্রাপ্ত ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহিন চালক দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় ইট বহন করে চলেছে। এসকল ইট বহনকারি ট্রলি স্যালোইঞ্জিন চালিত এবং ফিটনেস বিহিন। যার ধাক্কায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে। এসকল ইট বহনকারি ট্রলির ধাক্কায় উপজেলায় অনেক শিশূর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এসকল ইট বহনকারি গাড়ির চালক ও মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানানো হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, গাংনী রিপোর্টারস ইউনিটের সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু, বাংলা টিভি, দৈনিক মানবকন্ঠ,দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও ঢাকা পোষ্টের জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান

, যায়যায়দিন পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, দৈনিক লাখোকন্ঠের জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম বকুল,দৈনিক আমাদের সুর্যোদয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আতিক স্বপন, দৈনিক ইত্তেফাক উপজেলা প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, উপজেলায় বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকরা গাংনী উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সঠিক ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রত্যাশা করেন। গাংনী উপজেলার উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে তিনি সকল সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া ও বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়।

মঙ্গলবার (২১শে মার্চ) সকাল ১০টার দিকে হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সহ সভাপতি এ্যাড. ফিরোজুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু নাতেক ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাসদের সাবেক সভাপতি হারুন অর রশীদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহিবুল ইসলাম, হাজী আবু হানিফ বিশ্বাস, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য প্রদান ও ইসলামী সংগীত

পরিবেশন শেষে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এসময় হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে উন্নয়নের ওয়াকওয়ে; ভৈরব পাড়ে চাপা কান্না

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুন:খনন ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জমির মালিকদের চাপাকান্নায় এলাকার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সৌন্দর্য বর্ধণের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলা হয়ে মুজিবনগরের কিছু অংশ পর্যন্তÍ ভৈরব নদের দুই পাশে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। যে কাজটি পেয়েছে কুষ্টিয়ার সৈকত এন্টার প্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তাদের কাজটি দেখভাল করছেন মেহেরপুরের আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাহিনুরজামান পোলেনসহ চারজনের একটি গ্রুপ।

গতকাল সোমবার ভৈরব নদের ওয়াকওয়ের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা নিয়ে নদের তীরবর্তি মানুষের চাপা কান্না। না পারছে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে, না পারছে জমি হারানোর ব্যথা সইতে। যাদবপুর গ্রামের প্রায় ২০ থেকে ২৫ জনের মালিকানা জমি ওয়াকওয়ের জন্য হারাতে হচ্ছে। তারা কোথাও কোন সদুত্তর পাচ্ছেন না।

অপরদিকে, ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা গেছে, গাথুনিতে লোকাল বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ফিলিংয়ের কাজে ব্যবহার করার কথা। ১:৪ অনুপাতে সিমেন্ট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও স্থানীয়রা

জানান, ১:১০ ভাগেও সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নির্মাণকাজ স্থায়ী হবে না বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া পর্যন্ত যে অংশে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে তানিয়েও স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে। ওয়াকওয়ে কোন লেভেল করা হয়নি। উন্নয়নের নামে শুধু সরকারের টাকা নষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের ভয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না। বলেও কিছু হচ্ছে না বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

যাদবপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ বলেন, তিনি ২০১৩ সালে ১৮ কাঠা জমি কিনেছেন। যা সিএস, এসএ ও আরএস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে। ওই জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান ছিলো। ওয়াকওয়ে করার জন্য আমার বাগান কেটে জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। জমি নেওয়ার আগে কোন ধরণের নোটিশও দেওয়া হয়নি। কিছু বলতে গেলে পোলেন মাস্তান বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হুমকি দেয়।

একই গ্রামের নাসির উদ্দিন বলেন, তার ১একর ১৩ শতকসহ ৭ ভাইয়ের ৩ একর ৩২ শতক জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াকওয়ের কাজ শুরুর আগে জেলা প্রশাসকের কাছে কাজ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ করেন।
তিনি আরো বলেন, ভৈরবের উপর দিয়ে রাস্তা করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাজ করার আগে জরিপ করলো না কেন। পরে একদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউএনও, এসি ল্যাণ্ড এসে ঠিকাদারদের বললেন ওয়াকওয়েটা একটু নিচ দিয়ে করতে, কিন্তু ঠিকাদাররা কথা না শুনে উপরদিয়ে করে আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে। কিছু বলতে গেলে ঠিকাদার পোলেনসহ তার লোকজন তেড়ে তেড়ে মারতে আসে।

মেহেরপুর শহরে
ঘাটপাড়ার রাফিউল
ইসলাম বলেন,
তাদের সাড়ে তিন
বিঘা জমির মধ্যে
প্রায় এক বিঘা
জমি ওয়াকওয়ের
জন্য নিয়ে নেওয়া
হয়েছে। পৌর
এলাকার জমি অনেক
টাকা দিয়ে আমাদের
বাপ-দাদারা
কিনেছেন। এখন সেই
জমি উন্নয়নের নামে ওয়াকওয়ের জন্য দিয়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে অনেকের জমি এতে চলে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থরা পৌর মেয়রের কাছে আবেদন করলে মেয়রের হস্তক্ষেপে শহরের অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে।

গাংনী উপজেলার সহগলপুর গ্রামের নাসিম আহমেদ বলেন, ওয়াকওয়ে খুব বাজেভাবে কাজ করা হয়েছে। রাস্তার কোন লেভেল করা হয়নি। ফলে খুব দ্রুত ওই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। উন্নয়নের নামে সরকারের টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন ওয়াকওয়ের কোন কাজ চলছে বলে স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের কথা বললে তিনি জানান, মামনু, পোলেনসহ কয়েকজন দেখা শুনা করছেন। অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোনে কথা না সরাসরি দেখা করে কথা জানাবেন বলে জানান।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী নদের কিনারা থেকে ১০ মিটার (৩৩ ফুট) পর্যন্ত জমি নদের অর্থাৎ খাস খতিয়ান হয়ে যাবে। ওই জমি অন্য যে কারো নামে, এমনি যে কোন রেকর্ড থাকলেও সেটি নদী বা নদের মালিকানায় আসবে। তবে ভৈরব নদের পাড়ে যেগুলো এমন আছে সেগুলো এতদিনে সংশোধন হওয়া দরকার ছিলো।

ওয়াকওয়ে নির্মানের বিষয়ে তিনি বলেন, সিডিউল অনুযায়ী যে মানের নির্মাণসামগ্রী এবং যেভাবে নির্মান করার কথা বলা হয়েছে সেভাবেই কাজ দেখে নেওয়া হবে। এর ব্যত্যয় মেনে নেওয়া হবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন, সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন, মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি, আসন্ন রমজান উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

ডিসি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনার অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট ১১৭টি গৃহ (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৬১টি, গাংনী উপজেলায় ৪৭টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৯টি) হস্তান্তর করা হচ্ছে। ৪টি পর্যায়ে মেহেরপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত নির্মিত গৃহের সংখ্যা সর্বমোট ৩৯৯টি (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৯২টি, গাংনী উপজেলায় ১৬৫টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪২টি)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, ।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, বাসসের সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, দৈনিক ভোরের কাগজ সাংবাদিক মর্তুজা ফারুক রূপকসহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।